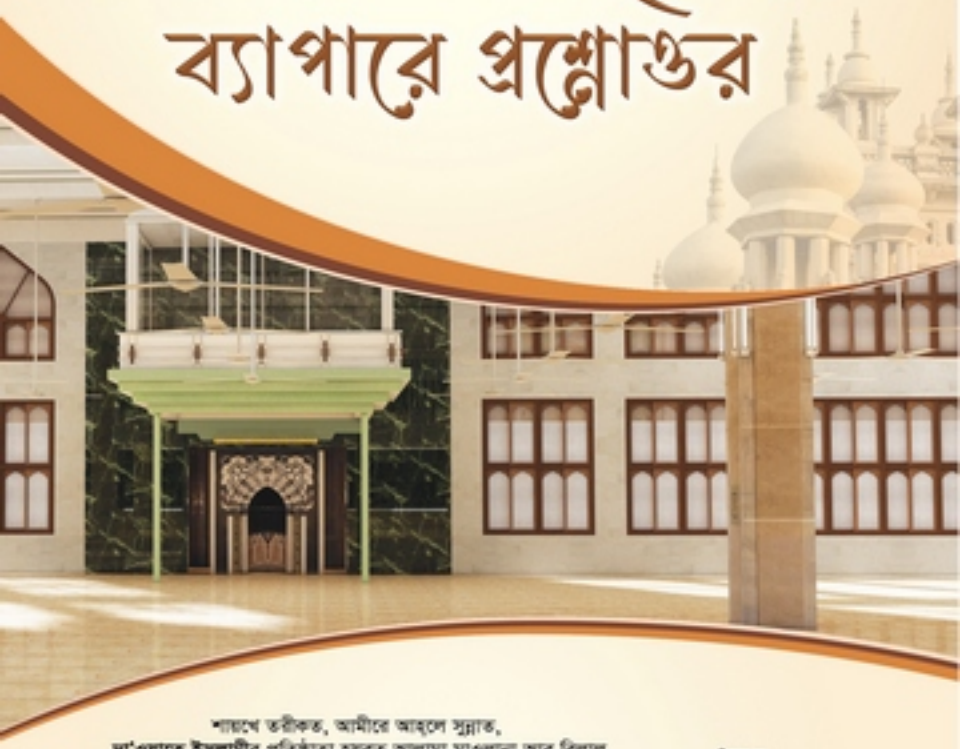
সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪৩
WEEKLY BOOKLET:243

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট
বিতর নামাযের
ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর



শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া আন্তর্জাতিক
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট কৃত প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত।

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট বিতর নামাযের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই "আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট বিতর নামাযের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে নিয়মিত জামাআত সহকারে নামায আদায় করার সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দোয়ায়ে কুনুতের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম

হযরত মু'য়ায বিন হারিস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ (দোয়ায়ে) "কুনুতে" **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

(ফযলুস সালাতি আলান নবী লিল কাযীল জাহদামী, ৮৭ পৃষ্ঠা, নম্বর ১০৭)

"বাহারে শরীয়াত" ১ম খন্ডের ৬৫৫ পৃষ্ঠায় হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: (বিতরের নামাযের তৃতীয় রাকাতে) দোয়ায়ে কুনুতের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ নামাযে আমরা সময়ের নিয়্যত করে থাকি, যেমন; ফজরে ফজরের সময়ের, যোহরে যোহরের সময়ের, তবে বিতর নামায আদায় করার সময় কোন সময়ের নিয়্যত করবে?

উত্তরঃ তিন রাকাত বিতর ওয়াজিবেরই নিয়্যত করবো, ইশার ওয়াক্ত বলা শর্ত নয়, কেননা এটা নিশ্চিত বিষয় যে, বিতরের নামায ইশার সময়েই হয়ে থাকে, তাছাড়া অন্তরে নিয়্যত হওয়াই যথেষ্ট, মুখে বলাও জরুরী নয়, তবে মুখে বলা মুস্তাহাব। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৫৬ পর্ব)

প্রশ্নঃ বিতরের তৃতীয় রাকাতের তাকবীরের পূর্বে কি হাত নিচে ঝুলিয়ে দেয়া জরুরী?

উত্তরঃ বিতরের তৃতীয় রাকাতের তাকবীরকে তাকবীরে কুনুত বলা হয় আর এটা ওয়াজিব (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫১৮) আর এর জন্য বিশেষভাবে হাত ঝুলিয়ে দেয়া জরুরী নয় বরং সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পাঠ করার পরপরই হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলুন অতঃপর হাত বেঁধে নিন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪৬৯)

প্রশ্নঃ যদি বিতরে তাকবীরে কুনুত (অর্থাৎ কুনুতের জন্য বলা তাকবীর) বলতে ভুলে যায়, তবে কি সাহু সিজদা করা আবশ্যক হবে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ তাকবীরে কুনুত ওয়াজিব, যদি ওয়াজিব ভুলে ছুটে যায় তবে সাহু সিজদা করা আবশ্যক। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/২০০) যদি জেনেশুনে তাকবীর না বলে বা মাসআলা জানা নেই তবে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৫৬ পর্ব)

প্রশ্নঃ বিতরে কি দোয়ায়ে কুনুতের স্থানে অন্য কিছু পাঠ করতে পারবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! যদি দোয়ায়ে কুনুত জানা না থাকে তবে এর স্থলে "رَبِّ اغْفِرْلِیْ" বা "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ" বলুন আর যদি এটাও জানা না থাকে, তবে "یَارَبِّیْ" তিনবার বলুন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১৫৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৪৭৭)

প্রশ্নঃ যদি কেউ বিতরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়তে ভুলে যায় তবে কি তার নামায হয়ে যাবে?

উত্তরঃ দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব ছিলো, যদি ভুলে যায় তবে সাহু সিজদা করে নিবে, নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ২/৫৩৮-৫৪০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩৭৮)

প্রশ্নঃ বিতরের তৃতীয় রাকাতে কুনুতের তাকবীরের সময় হাত উঠানোর কারণ কি?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ (কেননা) শরীয়াতে এর নির্দেশ রয়েছে। নামায শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমায়ও তো হাত উঠানো হয়, বিতরের নামাযের যেই পদ্ধতি শরীয়াত বর্ণনা করেছে, তাতে তৃতীয় রাকাতে কুনুতের তাকবীর রয়েছে আর এটা বলা ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৭২। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫১৮) কিন্তু হাত উঠানো সুন্নাত। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/২০০। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫২১) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/২০৯)

প্রশ্নঃ আমরা বিতরের তৃতীয় রাকাতে দোয়ায়ে কুনুত পড়ার পূর্বে সূরা ইখলাস পড়ি, এটা বলুন যে, সূরা ইখলাস ব্যতীত কি অন্য কোন সূরাও পড়তে পারবে?

উত্তরঃ বিতরের তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাসই পড়া জরুরী নয়। অন্য যেকোন সূরা পড়া যাবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্নঃ যদি ইমাম বিতরের নামায পড়ানোর সময় কুনুতের তাকবীর বলে আর মুক্তাদী রুকুতে চলে যায় তবে কি রুকু থেকে ফিরে এসে দোয়ায়ে কুনুত পড়তে পারবে, কেননা একাকী পড়ার ক্ষেত্রে এরূপ হলে তবে রুকু থেকে ফিরে এসে কুনুত পড়ার অনুমতি নেই। **(রেকর্ডেড প্রশ্ন)**

www.dawateislami.net

উত্তরঃ ইমামের অনুসরন করা ওয়াজিব। "যে সকল বিষয়গুলো ফরয ও ওয়াজিব মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব যে, ইমামের সাথেই তা আদায় করা।" (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫১৯) অতএব মুক্তাদী যদি রুকুতে চলে যায় তবে ফিরে আসবে ও ইমামের সাথে দোয়ায়ে কুনুত পড়বে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৪৩৬)

প্রশ্নঃ কোন লোক বিতরের দ্বিতীয় রাকাতে যোগ দিলো ও তৃতীয় রাকাতে ইমামের সাথে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে নিলো তবে কি সে নিজের তৃতীয় রাকাতে আবারো দোয়ায়ে কুনুত পড়বে?

উত্তরঃ দ্বিতীয় রাকাতে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে নিয়েছে তবে তৃতীয় রাকাতে আবারো পড়ার প্রয়োজন নেই, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা মিলিয়ে নামায সম্পন্ন করে নিন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২৫৬ পর্ব)

প্রশ্নঃ ইমামের পেছনে যদি বিতরের প্রথম কাদায় (বৈঠক) ভুলে আত্তাহিয়্যাতের পর দরূদ শরীফ পড়ে নিলো তবে কি বিতর আবারো পড়তে হবে?

উত্তরঃ মুক্তাদী বিতরের নামাযে ইমামে পেছনে জেনেশুনে প্রথম কাদায় (বৈঠক) আত্তাহিয়্যাতের পর দরূদ

www.dawateislami.net

শরীফ পড়বে না। তবে ভুলে পড়ে নিলো তবে এতে কোন সমস্যা নেই।

(গুনিয়াতুল মুতমালি, ৪২১ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪৯৭)

প্রশ্নঃ তারাবিহর নামাযের পূর্বে বিতরের নামায পড়তে পারবে কি পারবে না?

উত্তরঃ পড়তে তো পারবে কিন্তু উত্তম হলো, প্রথমে তারাবিহ পড়ুন।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৫৯৭) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২৩০)

প্রশ্নঃ কিছু লোক ইশার চার রাকাত ফরয, দুই রাকাত সুন্নাত, দুই রাকাত নফল ও তিন রাকাত বিতর পড়ে আর অবশিষ্ট ছেড়ে দেয়, এরূপ করা কেমন?

উত্তরঃ ইশার নামাযে চার রাকাত ফরয, এরপর দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও তিন রাকাত বিতর পড়া জরুরী। (হামারা ইসলাম, ২৬ পৃষ্ঠা) এছাড়াও ফরযের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা, দুই রাকাত সুন্নাতের পর দুই রাকাত নফল এবং বিতরের পর দুই রাকাত নফলও পড়া উচিৎ. সাওয়াব অর্জিত হবে। তবে যদি কেউ না পড়ে তবে সে গুনাহগার হবে না।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৫৪৫) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩৮২)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ ওমরী কাযা কোন নামাযের হয়ে থাকে?

(নিগরানে শূরার প্রশ্ন)

উত্তরঃ ওমরী কাযা শুধুমাত্র ফরয ও বিতরে হয়ে থাকে, একদিনে ২০ রাকাত হয়: দুই রাকাত ফরয নামায ফজরের, চার রাকাত নামায যোহরের, চার রাকাত নামায আসরের, তিন রাকাত নামায মাগরীবের, চার রাকাত নামায ইশার এবং তিন রাকাত বিতরের। (মলফুযাতে আলা হযরত, ১২৫ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৭৪) সুন্নাত ও নফলের কাযা নেই। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬৩৩) তবে যদি ফজরের কাযা সেইদিন শরয়ী মধ্যাহ্নের পূর্বে করা হয় তবে ফজরের সুন্নাত আদায় করা মুস্তাহাব, অন্যথায় শুধু ফরযই আদায় করবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৭৪)

প্রশ্নঃ ইশার ফরয ও বিতরের কাযা কি আলাদা আলাদাভাবে করতে পারবে?

উত্তরঃ যেমন সকালে ইশার ফরয পড়লো আর সন্ধ্যায় বিতর পড়লো, এতে আদায় তো হয়ে যাবে কিন্তু চেষ্টা এটাই হওয়া উচিৎ যে, কাযা নামায দ্রুত আদায় করে নেয়া। তবে যদি যার উপর ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাযা রয়েছে তবে তাকে পরের নামায পড়ার পূর্বে আগের নামায পড়তে

www.dawateislami.net

হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৭০৩) যেমন; যদি কারো ইশার নামায কাযা হয়ে গেছে ও তার উপর ছয় ওয়াক্ত নামাযের কম নামায কাযা রয়েছে তবে তার উপর ফরয যে, সে ফজরের নামায পড়ার পূর্বে কাযা নামায আদায় করে নিবে, যদি সে কাযা পড়ার পূর্বে ফজরের নামায পড়ে তবে ফজর আদায় হবে না। তবে ফজরের সময় এত কম রয়ে গেছে যে, যদি কাযা পড়তে দাঁড়ায় সময় শেষ হয়ে যাবে তবে ফজরই পড়বে, এমতাবস্থায় ফজর পড়াতে কোন সমস্যা নাই, তার ফজর আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৭০৩) কিন্তু সেই কাযা এখনো তার দায়িত্বে রয়ে যাবে। যদি কারো ছয় ওয়াক্ত নামাযের বেশি কাযা হয় অর্থাৎ ষষ্ট ওয়াক্ত নামাযের সময়ও চলে গেছে তবে সে এখন আর সাহিবে তারতীব রইলো না, এখন তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে, চাইলে সেই ওয়াক্তের নামায প্রথমে পড়ে নিবে বা জীবনের যেকোন কাযা নামায প্রথমে পড়ে নিবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৭০৫) যার উপর কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা রয়েছে সে Confused যেনো না হয় যে, আমার কোন নামাযই হয়না, এরূপ নয়। যদি সে সাহিবে তারতীব না হয় তবে নিজের ওয়াক্তি নামাযের পাশাপাশি কাযাও পড়তে থাকবে, কেননা এই কাযা নামায

www.dawateislami.net

দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব, অতএব পানাহার ও উপার্জন ব্যতীত যেই সময় পাবে তাতে সকল নামায পড়ে নিন।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪৩৭)

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি অপবিত্র হলো ও তার স্মরণ নেই যে, সে অপবিত্র আর এই অবস্থায় নামায পড়ে নিলো তবে সেই নামাযের হুকুম কি? **(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)**

উত্তরঃ অপবিত্রতা অর্থাৎ ফরয গোসল না করা অবস্থায় পড়া নামায হবেই না, তা পুনরায় পড়া আবশ্যক। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১/২৮২) যদি সময় চলে যায় তবে ফরযের কাযা করবে এবং বিতরে এরূপ হলে তবে তাও কাযা করবে।[২] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৭৪)

প্রশ্নঃ মালিক (অর্থাৎ বস) বলে যে, শুধু ফরয নামায পড়ে আবার কাজ শুরু করে দাও। যদি আমরা তার কথা না

---

১ ..... কাযা নামায সহজভাবে আদায় করার ব্যাপারে জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা কাযা নামাযের পদ্ধতি পাঠ করুন বা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট থেকে ফ্রি ডাউনলোড করুন। اِنْ شَآءَ الله জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি কাযা নামাযের গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মাসআলার জ্ঞান অর্জন হবে।

২ ..... আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (ফজরের সুন্নাত) যদি ফরযসহ কাযা হয় তবে মধ্যাহ্নের পর্যন্ত তা কাযা করতে পারবে, এর পর পারবে না এবং যদি ফরয পড়ে নিলো সুন্নাত রয়ে গেছে তবে সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে নেয়া মুস্তাহাব, সূর্যোদয়ের পূর্বে জায়িয নেই। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/১৪৫)

www.dawateislami.net

মানি ও সম্পূর্ণ নামায পড়ে কাজ শুরু করি তবে কি আমার নামায হয়ে যাবে?

উত্তরঃ যখন ফরয আদায় করে নেয়া হলো তবে নামায হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও বর্জন করবেন না, কেননা তা আদায় করার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিতরও যেহেতু ওয়াজিব অতএব বিতরও পড়তে হবে। তবে যদি মালিক নফল পড়তে নিষেধ করেছে তবে এখন নফল পড়বেন না। (বাহারে শরীয়াত, ১৪তম অংশ, ৩/১৬১) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৩৬)

প্রশ্নঃ যদি তারাবিহ পড়া ভুলে যায় তবে কি বিতরের পর তারাবিহ পড়তে পারবে?

উত্তরঃ বিতরের পর তারাবিহ পড়াতে কোন সমস্যা নাই। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৬৮৯)(মাসিক ফয়যানে মদীনা, এপ্রিল ২০২১ইং)

প্রশ্নঃ মহিলাদের চৌকির উপর নামায পড়া কেমন?

উত্তরঃ মহিলা হোক বা পুরুষ, চৌকির উপর নামায পড়লে কোন সমস্যা নেই, যদি সিজদা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে করা হয়।[১] তবে অনেক মহিলারা যখন চৌকির উপর নামায

---

১ ..... কোন নরম বস্তু যেমন; ঘাস, তুলা, কার্পেট ইত্যাদিতে সিজদা করলো তবে যদি কপাল দেবে যায় অর্থাৎ এতটুকু চাপ দিলো যে, এখন চাপ দিলে আর চাপবে না, তবে জায়িয, অন্যথায় নয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১/৫১৪)

www.dawateislami.net

পড়ে তবে বসে পড়ে, তাই যদি ফরয নামায হয় বা ফজরের সুন্নাত বা বিতর হয় তবে তাদের শরয়ী অনুমতি ব্যতীত বসে পড়া জায়িয নেই, কেনন এই নামাযগুলো কিয়াম তথা দাঁড়ানো ফরয। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/১৬৩) হ্যাঁ! নফল নামায বসে পড়তে পারবে। (তানভিরুল আবসার, ২/৫৮৪) কিন্তু এমতাবস্থায় অর্ধেক সাওয়াব পাওয়া যাবে (যদি কোন অপারগতা ব্যতীত পড়ে)। (মুসলিম, ২৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭১৫)(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৫৬৩)

দোয়ায়ে কুনুতে খারাপ সহচর্য থেকে বাঁচার বর্ণনা

প্রশ্নঃ খারাপ সহচর্য থেকে কিভাবে বাঁচবো?

(হাসসান নাসিম আত্তারী। Facebook এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ কোন কিছু পাওয়ার জন্য কিছু না কিছু দিতে হয়। খারাপ সহচর্যে যেহেতু স্বাদ অনেক বেশি হয়ে থাকে, তাই তা ছাড়তে সামান্য কষ্ট হবেই, কিন্তু এর ক্ষতির প্রতি খেয়াল করা উচিৎ, খারাপ সহচর্য এমন ভয়ানক হয়ে থাকে যে, ঈমানও নষ্ট করে দিতে পারে। হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

তাতুয়ানি দূর শাও আয ইয়ারে বদ
মারে বদ তানহা হামে বর জাঁ যানাদ
ইয়ারে বদ বদতর বাওয়াদ আয মারে বদ
ইয়ারে বদ বার দ্বীন ও বার ঈমাঁ যানাদ (মসনবী মাওলানা রুম)

www.dawateislami.net

"অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব খারাপ বন্ধু থেকে দূরে থাকো, কেননা খারাপ বন্ধু সাপের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে। সাপ তো শুধু প্রাণ নেয় আর খারাপ বন্ধু ঈমান নেয়।" বর্তমানে বন্ধুদের বৈঠকে গীবত, চোগলখুরী এবং অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি نَعُوْذُ بِاللّٰه কুফরী বাক্যও চলে থাকে, এভাবে খারাপ সহচর্যে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। মক্কার কাফের উতবা বিন আবু মুয়াইতের ঘটনা হলো যে, সে ঈমান আনয়ন করেছিলো, কিন্তু পরবর্তিতে তার বন্ধুরা তাকে বিদ্রুপ করলো এবং Convince (অর্থাৎ বুঝালো) করলো তখন সে মুরতাদ হয়ে গেলো। (তাফসীরে খাযিন, ১৯ পারা, ফোরকান, ২৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৭২) কুরআনে করীমে তার এই উক্তি উদ্ধৃতি করা হয়, যা সে কিয়ামতের দিন আফসোস সহকারে বলবে:

"﴿يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا﴾ (পারা ১৯, ফোরকান, ২৮) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হায়! দূর্ভোগ আমার! হায়! কোনভাবে আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!"

খারাপ বন্ধু ঈমান নিয়ে নিতে পারে আর যদি ঈমান না নেয় তবে খারাপ কাজে অবশ্যই নিক্ষেপ করে দিবে। একাকী লোক সাধারনত গুনাহ কম করে, কিন্তু যখন খারাপ বন্ধু পায় তখন গীবতে লিপ্ত হয়ে যায় এবং গুনাহের

www.dawateislami.net

Planning (অর্থাৎ পরিকল্পনা) শুরু হয়ে যায়, তাই ভাল বন্ধু একাকী থাকার চেয়ে উত্তম আর খারাপ বন্ধু থেকে একাকী থাকা উত্তম। বন্ধু এমন হওয়া উচিৎ যাকে দেখে **আল্লাহ**কে স্মরন আসে, যার কথায় নেকী ও আমল বৃদ্ধি পায়, যার কথাবার্তায় **আল্লাহ পাকে**র ভয়, আখিরাতে ভীতি এবং জান্নাতের আগ্রহ সৃষ্টি হয় আর যে জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখায়। এর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থাকুন, কেননা এটা হলো উত্তম সহচর্য। আর আমরা বিতরের নামায পড়ি তো এতে এটাও পড়ি: "وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ, অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার অবাধ্য বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করি।" যেনো বান্দা **আল্লাহ পাকে**র দরবারে ওয়াদা ও অঙ্গীকার করছে যে, "আমি তোমার অবাধ্য বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করছি।" কিন্তু সালাম ফিরাতেই অবাধ্য বান্দার সহচর্যে গিয়ে বসে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে খারাপ সহচর্য থেকে রক্ষা করুক এবং উত্তম সহচর্য নসীব করুক। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব অধ্যয়ন করাও উত্তম সহচর্য, অনুরূপভাবে মাদানী চ্যানেলের সহচর্যও মদীনা মদীনা, কেননা তা থেকে অনেক কিছু শিখা যায় আর বান্দা গুনাহ থেকে বেঁচে যায়।

www.dawateislami.net

সোশ্যাল মিডিয়ার সহচর্য বিপদজনক। এটাও অনেক সময় ঈমানকে নষ্ট করে দেয় আর তা বুঝতেও পারে না, কেননা সোশ্যাল মিডিয়ায়ও অসংখ্য কুফরীয়া Dialogues (অর্থাৎ বাক্য) বলা হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের বাজে কথা বলা হয়ে থাকে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার User (অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা) সর্বদা বিপদের মধ্যে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেকোন ধরনের ক্লিপ Viral (অথাৎ প্রচার) হতে থাকে। একটি প্রবাদ রয়েছে যে, "শুনো সবার, করো নিজের" তা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি এবং ভুল। শরীয়াত সবার যেমন; বদ মাযহাবের কথা শুনতে নিষেধ করেছে, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **"তাওরাত শরীফ"** এর পৃষ্ঠা পড়তে নিষেধ করে দিয়েছিলেন ও ইরশাদ করেছিলেন: মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام ও যদি এই মুহূর্তে থাকতেন তবে তাঁরও আমাকে অনুসরন করা ব্যতীত কোন উপায় ছিলো না। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৫৭, হাদীস ১৯৪) তাওরাত শরীফ, যাবুর শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফ যেগুলোতে বিকৃতি করা হয়নি তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** কালাম এবং **তাঁরই** পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত, এগুলোর প্রতিটি হরফের প্রতি আমাদের ঈমান রয়েছে। (তাফসীরে খাযিন, পারা ৩,

www.dawateislami.net

বাকারা, ২৮৫নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২২৫) কিন্তু এখন যেহেতু এর আহকাম রহিত হয়ে গেছে আর এতে পরিবর্তনও করা হয়েছে, তাই এখন যদি কেউ তা পড়ে তবে Confuse (অর্থাৎ বিভ্রান্ত) হয়ে যাবে, তাই তা পড়ার অনুমতি নেই। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক বড় আলিম ছিলেন, যখন তাঁকেই নিষেধ করে দেয়া হলো তবে আমি আর আপনি কে? আমাদের নিকট কতটুকু আর জ্ঞান আছে? আমরা মনে করি যে, "ঐ কিতাবটি পড়ে নিই, তার বক্তৃতা শুনে নিই, তার ক্লিপ দেখে নিই, তার পেইজ (Page) চেক করে নিই যে, সে কি কি বলেছে," অতঃপর হুট করে Viralও করে দিই। **আল্লাহ পাক**কে ভয় করা উচিৎ। এখন তো কেউ কিছু বলছে না, মনে হচ্ছেনা যে, কিছু হয়েছে, কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন বুঝা যাবে।

শরহুস সুদুরে রয়েছে: "এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এলো, তাকে কলেমার তালকীন করা হলো কিন্তু সে পড়তে পারছিলো না আর বলছিলো: এই লোককে আমি দেখছি, সে বলছে যে, তোমাকে কলেমা পড়তে দিবো না, কেননা তুমি ঐসকল লোকের সহচর্যে থাকতে যারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে গালাগালি করতো।" (শরহুস সুদুর, ৩৮ পৃষ্ঠা) সোশ্যাল মিডিয়ার এই

www.dawateislami.net

খারাপ প্রভাব ঈমান নষ্ট ও মন্দ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাই দয়া করে শুধু **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ক্লিপ দেখুন আর এগুলোই Viral করুন, এর মাধ্যমে গুনাহ থেকেও নিরাপত্তা লাভ হবে এবং ঈমানও সতেজ হবে। যদি আপনি আমার কথা বুঝার পরিবর্তে আমাকে গালমন্দ করেন তবে আপনার আখিরাত আরো ধ্বংস হবে, কেননা আমি কোন ভুল কথা বলিনি। যদি আপনি আমার কথা মেনে নেন তবে আমি কোন জমিদারী বা অর্থের মালিক হয়ে যাবো? আমি তো **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। যদি **তাঁরা** সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে অন্য কেউ সন্তুষ্ট হোক বা না হোক আমার কিছু আসে যায় না!! ব্যস! **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়ে গেলেই তবে উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/৫৫)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নতুন কিতাব নামাযের পদ্ধতি থেকে বিতর নামাযের ১৪টি মাদানী ফুল

(১) বিতরের নামায ওয়াজিব। (২) যদি তা ছুটে যায় তবে এর কাযা আদায় করা আবশ্যক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/১১১)

www.dawateislami.net

(৩) বিতরের নামায ইশার ফরয নামাযের পর ও সুবহে সাদিকের পূর্বে পড়ে নেয়া জরুরী। ইশা ও বিতরের সময় একই, কিন্তু এর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয, কেননা ইশার পূর্বে বিতরের পড়ে নিলো, তবে তা হবেই না, অবশ্য ভুলে বিতর পূর্বে পড়ে নিলো বা পরবর্তিতে মনে পড়লো যে, ইশার নামায অযু ছাড়াই পড়েছিলো এবং বিতর অযু সহকারে, তবে বিতর হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৫১। বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৪৫১) (৪) যে ব্যক্তির শেষরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তবে উত্তম হলো যে, রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়া, অন্যথায় ইশার পরই পড়ে নিবে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৬৫৮) (৫) বিতর নামায তিন রাকাত। (দুররে মুখতার, ২/৫৩২) (৬) এতে প্রথম কা'দা (বৈঠক) ওয়াজিব, শুধু তাশাহহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে। (৭) তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কুনুতের তাকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১/৫২১) (৮) যেভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়, সেভাবেই প্রথমে হাত কান পর্যন্ত উঠান, অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলুন। (৯) এরপর হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করুন:

দোয়ায়ে কুনুত

www.dawateislami.net

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ পাক! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আর তোমার উপর ঈমান রাখি ও তোমার উপর ভরসা রাখি। তোমার উত্তম প্রশংসা করি ও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা এবং দূরে রাখি ও প্রত্যাখ্যান করি ঐ ব্যক্তিকে, যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে। **হে আল্লাহ পাক!** আমরা তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই জন্য নামায পড়ি, সিজদা করি ও একমাত্র তোমার আনুগত্যের দিকেই দৌঁড়ে আসি আর দ্রুত উপস্থিত হই এবং তোমার রহমতের আশাবাদী ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি শুধু কাফিরদের জন্য রয়েছে।

(১০) দোয়ায়ে কুনুতের পর দরূদ শরীফ পড়া উত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৬৫৫) (১১) যারা দোয়ায়ে কুনুত পড়তে পারে না, তারা এটা পড়ুন:

www.dawateislami.net

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ পাক**! হে আমাদের **প্রতিপালক**! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অথবা এটা পড়ুন: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى" অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে ক্ষমা করে দাও। (গুনিয়া, ৪১৮ পৃষ্ঠা) (১২) যদি দোয়ায়ে কুনুত পড়তে ভুলে যায় ও রুকূতে চলে যায় তবে পুনরায় ফিরে আসবে না বরং "সাহু সিজদা" করে নিবে। (ফতোয়েয়ে হিন্দিয়া, ১/১১০) (১৩) বিতর জামাআতের সহিত আদায় করার সময় (যেমনটি রমযানুল মুবারকে পড়া হয়) মুক্তাদীর কুনুত পড়া শেষ হয়নি এমতাবস্থায় ইমাম রুকূতে চলে গেলো তবে মুক্তাদীও রুকূতে চলে যাবে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১১১) (১৪) মাসবুক (যে সম্পূর্ণ জামাআত পায়নি সে) ইমামের সাথে কুনুত পড়লে তবে পরবর্তিতে আর পড়বে না আর যদি (কোন ব্যক্তি) ইমামের সাথে তৃতীয় রাকাতের রুকুতে মিলিত হয় তবে সে ইমামের সহিত এক রাকাত পেলো এবং পরবর্তিতে যা পড়বে তাতে কুনুত পড়বে না।

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১১১)

www.dawateislami.net

বিতরের সালাম ফিরানোর পরের একটি সুন্নাত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বিতরের সালাম ফিরাতেন, তিনবার سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْس বলতেন ও তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন।

(নাসায়ী, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭২৯)(নামাযের পদ্ধতি, ৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা)

বিতরের জামাআত

রমযান শরীফে বিতর জামাআত সহকারে পড়া উত্তম, হোক সেই ইমামের পেছনে যার পেছনে ইশা ও তারাবিহ পড়েছে বা অন্যের পেছনে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬০৬)

www.dawateislami.net

জান্নাতী ফুল (ঘটনা)

হযরত আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইবনে সাওবান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এক ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করেন যে, রাতে খাবার তার সাথে খাবেন, কিন্তু কোন কারণে আসতে পারেননি, এমনকি সকাল হয়ে গেলো। পরদিন যখন তার সাথে সাক্ষাত হলো তখন সে বললো: "আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, রাতে খাবার আমার সাথে খাবেন তবে ওয়াদা খেলাফী কেন করলেন?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "যদি আমার তোমার সাথে ওয়াদা না হতো তবে আমি তোমাকে কখনোই বলতাম না যে, আমাকে তোমার নিকট আসতে কোন জিনিসটি বাঁধা দিয়েছে! যখন আমি ইশার নামায পড়লাম তখন ভাবলাম যে, তোমার নিকট আসার পূর্বে বিতর পড়ে নিই, এমন যেনো না হয় যে, মৃত্যু এসে যায়। অতএব যখন আমি দোয়ায়ে কুনুত পড়তে লাগলাম তখন আমার সামনে একটি সবুজ বাগান আনা হলো, যাতে বিভিন্ন ধরনের জান্নাতী ফুল ছিলো, আমি তা দেখতে রইলাম, এমনকি সকাল হয়ে গেলো।"

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৮২)

www.dawateislami.net

বিতরের নামাযের ফযীলত

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার এই ভয় হয় যে, রাতের শেষ ভাগে জাগ্রত হতে পারবে না, তার উচিৎ ঘুমানোর পূর্বেই বিতর আদায় করে নেয়া এবং যার এই ভয় নেই তবে তার উচিৎ রাতের শেষভাগে বিতর আদায় করা, কেননা রাতের শেষভাগের নামাযে দিন ও রাতের ফিরিশতাগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন।"

(মুসলিম, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৭৬৬)

হযরত খারিজা বিন হুযাফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন আর ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমাদের সাহায্য এমন একটি নামাযের মাধ্যমে করেন, যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম আর তা হলো বিতরের নামায এবং তা তোমাদের জন্য ইশা থেকে ফজরের মধ্যবর্তি রাখা হয়েছে।"

(আবু দাউদ, ২/৮৮, হাদীস ১৪৮১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ইরশাদ করেনঃ

যে ঈমান সহকারে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে কদরের রাতে কিয়াম (ইবাদত) করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(বুখারী, ১/৬৬০, হাদীসঃ ২০১৪)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net